সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

06-OCTOBER-2016

ফারুকে আযম رضی اللہ تعالیٰ عنہ এর বিনয়

(BANGLA)

ফারুকে আযম ﷺ এর বিনয়

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি জুমার দিনে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।"

(জামেউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫২, যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ১১)

উফ ওহ রহে সিনগালাখ, আহ! ইয়ে পা শাখ শাখ,
এ্যয় মেরে মুশকিল কোশা! তুম পে দরূদ ও সালাম।

পংক্তি দু'টির ব্যাখ্যা: হায় আফসোস! দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে, রাস্তাও পাথরে ভরপুর এবং আমার পাও আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। হে আমার কষ্ঠদূরকারী **আক্বা** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমার কষ্টকে দূর করে দিন, আপনার উপর **আল্লাহ তাআলার** কোটি কোটি রহমত বর্ষণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে, সাওয়াবও তত বেশী পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হঠাৎ দু'টি বাঘ এসে গেলো

বর্ণিত আছে; রোমের বাদশাহের প্রেরিত এক অনারব ব্যক্তি মদীনা শরীফে আসলো এবং লোকদের নিকট হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ঠিকানা জানতে চাইলো, লোকেরা বললো যে দুপুরে শহর থেকে কিছু দূরে খেজুরের বাগানে কায়লুলা (আরাম) করাবস্থায় তুমি তাঁকে পাবে। এই অনারব ব্যক্তি খুঁজতে খুঁজতে তাঁর নিকট পোঁছে গেলো এবং দেখলো যে, তিনি চামড়ার তৈরী চাবুক নিজের মাথার নিচে দিয়ে মাটিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেই অনারব ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে সামনে অগ্রসর হলো যে এই সুযোগে আমীরুল মু'মিনীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে হত্যা করে পালিয়ে যাবে, কিন্তু সে যখনি সামনে অগ্রসর হলো, হঠাৎ সে দেখলো যে, দু'টি বাঘ গর্জন করতে করতে তার উপর হামলা করতে উদ্ধত হলো।

www.dawateislami.net

এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে সে ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো, যার কারণে আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং দেখলেন, এক অনারব ব্যক্তি খোলা তলোয়ার হাতে থরথর করে কাঁপছে। তিনি তাকে চিৎকার এবং ঘাবড়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে সত্যি সত্যি পুরো ঘটনা বর্ণনা করে দিলো এবং উচ্চ আওয়াজে কলেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলো। আর আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার সাথে অত্যন্ত স্নেহময় আচরণ করে তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। (ইযালাতুল হিফা, চতুর্থ অধ্যায়, ৪/১০৯)

খোদা কে ফযল সে মে হুঁ গদা ফরুখে আযম কা,
খোদা উন কা মুহাম্মদে মুস্তফা ফারুকে আযম কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ তাআলা** তাঁর বিশেষ বান্দাদের স্বয়ং নিজেই নিরাপত্তা দান করেন এবং অনেক সময় তাঁদের জন্য অদৃশ্য থেকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দেন, যা কারো কল্পনাতেও থাকে না, তাছাড়া এই ঘটনা থেকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিনয় ও নম্রতা সম্পন্ন সুন্দর গুনাবলী সম্পর্কেও জানা গেলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমীরুল মু'মিনীন এবং যুগের বাদশাহ ছিলেন, যদি চাইতেন তবে আলিশান অট্টালিকা বানাতে পারতেন এবং এতে সব ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারতেন, এতে খুবই আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থাও করতে পারতেন, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বিনয় ও নম্রতার বর্হিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মাটিতেই বিশ্রাম করতেন। একটু ভাবুন তো! একদিকে সকল মুসলমানদের আর অপরদিকে খলীফা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে, যে সকল আরাম আয়েশকে প্রত্যাখ্যান করে বিনয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে রইলো, অপর দিকে আমরা; সম্পদ ও দুনিয়াবী লোভ ও পদের নেশায় মত্ত হয়ে জানিনা কেন গর্ব ও অহঙ্কারের অতল গভীরে পতিত হচ্ছি। মনে রাখবেন! যে দুনিয়াবী ধন-সম্পদ এবং খ্যাতির মালিক, তার তো আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কেননা এই দুনিয়াবী নেয়ামত তাকে যেন অহঙ্কারের আপদে লিপ্ত করে **আল্লাহ তাআলা**র অসন্তুষ্টির কারণ বানিয়ে না দেয়।

অহংকার এমনি এক মন্দ স্বভাব, যার কারণে বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্থ হয়ে যায়। যেমনিভাবে- **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "যে **আল্লাহ তাআলার** জন্য নম্রতা অবলম্বন করে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে উন্নতি দান করবেন, সে নিজেকে দূর্বল মনে করবে কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে সে মহান হবে এবং যে অহঙ্কার করবে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে অপদস্থ করবে, সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হবে কিন্তু সে নিজেকে বড় মনে করবে এমনকি সে মানুষের নিকট কুকুর ও শুয়োরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, প্রথম প্রকার, ৩/৫০, হাদীস নং-৫৭৩৪)

ফখর ও গুরুর সে তু মাওলা মুঝে বাঁচানা,
ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় পেকর তু আজীযি কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অহঙ্কারের ধ্বংসলীলা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহঙ্কার এমনি এক মারাত্মক বাতেনী রোগ, যা নিজের সাথে আরো অনেক মন্দ স্বভাবকে নিয়ে আসে এবং অনেক উত্তম স্বভাব থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: "অহঙ্কারী ব্যক্তি যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করে, নিজের মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করতে পারে না, এরূপ ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতার উপরও অটল থাকতে পারে না, যা তাকওয়া ও পরহেযগারীর মূল; বিদ্বেষ (অর্থাৎ অন্তরের লুকায়িত শত্রতা) তাও ছাড়তে পারে না, নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে, এই মিথ্যা সম্মানের জন্য রাগও ছাড়তে পারে না, হিংসা থেকে বাঁচতে পারে না, কারো আপ্যায়ন করতে পারে না, অপরের উপদেশ গ্রহন করা থেকে বঞ্চিত থাকে, মানুষের গীবতে লিপ্ত থাকে, অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজের মান বাঁচানোর জন্য যেকোন অসৎ কাজ করতে বাধ্য হয় এবং সকল সৎ কাজ করতে অপারগ হয়।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪২৩) তিনি আরো বলেন: অহঙ্কারের প্রকাশ কখনো মানুষের কার্যকলাপ ও ভাবভঙ্গিতে হয়, যেমন; মুখ ফোলানো, নাক ছিটকানো, কপাল চাপড়ানো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো, মাথা একদিকে ঝুকাঁনো,

www.dawateislami.net

পায়ের উপর পা তুলে বসা, হেলান দিয়ে খাওয়া, সদম্ভে চলা ইত্যাদি এবং কথাবার্তায় যেমন; কাউকে এরূপ বলা: তুমি আমার সামনে কিছুই নও! তোমার এমন সাহস যে, তুমি আমার মুখে মুখে কথা বলছো। এরূপ বিভিন্ন অবস্থা, কথা এবং কাজের মাধ্যমে অহঙ্কারের প্রকাশ হতে পারে, আর কিছু অহঙ্কারীর মধ্যে অহঙ্কার প্রকাশের এই সকল রূপ একত্রে পাওয়া যায় এবং কিছু অহঙ্কারীর মধ্যে কয়েকটি মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখবেন! এই সকল বিষয় তখনই অহঙ্কারের মধ্যে পড়বে, যখন অন্তরে অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে, শুধু এই বিষয়গুলোকে অহঙ্কার বলা যাবে না। (সংকলিত ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৩৪)

ফখর ও গুরুর সে তু মওলা মুঝে বাঁচানা,
ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় পেকর তু আজীযি কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহঙ্কারের কারণেই শয়তান অপমান ও অপদস্থ হয়ে **আল্লাহ তাআলা**র দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে, অথচ এর পূর্বে শয়তান অবাধ্য ছিলো না বরং সে হাজারো বছর ইবাদত করেছিলো, জান্নাতের খাজাঞ্চি ছিলো, সে জ্বিন ছিলো কিন্তু নিজের ইবাদত, রিয়াযত ও জ্ঞানের কারণে মুয়াল্লিমুল মালাকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অহঙ্কারের কারণে **আল্লাহ তাআলা**র নবী সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে অবমাননার দায়ে দোষী হয়ে গেলো এবং **আল্লাহ তাআলা**র আদেশের অবাধ্যতার কারণে তার এতো বছরের ইবাদত নিস্ফল আর হাজারো বছরের রিয়াযত নষ্ট হয়ে গেলো, অপমান ও অপদস্থতা তার নিয়তি হলো, সর্বদার জন্য অভিশপ্ততার বেড়ী তার গলায় আটকে গেলো এবং জাহান্নামের স্থায়ী আযাবের ভাগীদার হয়ে গেলো।

আসুন! অহঙ্কারের আপদ থেকে বাঁচার জন্য এর নিন্দামূলক তিনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

(১) যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমানও ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমানও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১৪৮, পৃষ্ঠা ৬১)

(২) কিয়ামতের দিন অহঙ্কারকারীকে মানুষের আকৃতিতে পিপড়াদের মতো উঠানো হবে, সর্বদিক থেকে এরা অপমানে জর্জড়িত থাকবে, তাদের জাহান্নামের "বুলাস" নামক কয়েদখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অনেক বড় অগ্নিপিন্ড তাদেরকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, তাদের জাহান্নামীদের পুঁজ পান করানো হবে। (মুসনাদে আহমদ, ২/৫৯৬, হাদীস নং-৬৬৮৯)

(৩) যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে বড় মনে করবে এবং সদম্ভে চলাফেরা করবে, সে **আল্লাহ তাআলার** সাথে এই অবস্থায় মিলিত হবে যে, **আল্লাহ তাআলা** তার প্রতি গযব প্রেরণ করবেন। (মুসতাদরিক, কিতাবুল ঈমান, ১/২৩৫, হাদীস নং-২০৮)

تُوبُوا اِلَى الله!　　اَسْتَغْفِرُ الله

গর তাকাব্বুর হো দিল মে যর্‌রা ভর, সুন লো জান্নাত হারাম হোতি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও অহঙ্কারের আপদ থেকে বেঁচে থেকে বিনয়ী ও নম্র হওয়া উচিৎ, কেননা বিনয়ের বড়ই বরকত রয়েছে, ❀ বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তির জন্য ফিরিশতারা উন্নতির দোয়া করতে থাকে, ❀ বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ রয়েছে, ❀ বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে মিম্বরে বসাবস্থায় থাকবে, ❀ **আল্লাহ তাআলা** তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিনয় ও নম্রতার দৌলত দান করেন, ❀ বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তিকে সাত আসমান পর্যন্ত উন্নতি দান করা হয়, ❀ বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তির প্রতি **আল্লাহ তাআলা** দয়া করেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৯৯৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খুবই মহৎ একটি গুন "বিনয়" সম্পর্কে ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করলাম। পহেলা মুহার্‌রামুল হারাম তাঁর ওরশ উদযাপন করা হয়। আসুন! এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই মুবারক জীবনি সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য করি।

দ্বিতীয় খলিফা, উজিরে জা'নাশিনে পায়গাম্বর হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কুনিয়ত **"আবু হাফস"**। (মুসতাদরিক লিল হাকীম, হাদীস নং-৫০৪২, ৪/২৩৯) এবং উপাধি **"ফারুকে আযম"**, এই উপাধীটি তিনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবার থেকে পেয়েছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নাম (অর্থাৎ উপাধী) "ফারুক" রাখেন। (তাহযিবুল আসমা, ২/৩২৫) এবং জাহেলিয়্যতের যুগ আর ইসলামের যুগ উভয় যুগে তাঁর নাম "ওমর" ছিলো। (রিয়াযুল নুদরা, ১/২৭২) এবং "ওমর" এর অর্থ হচ্ছে; সমৃদ্ধ করা বা সমৃদ্ধকারী। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কারণে যেহেতু ইসলাম সমৃদ্ধ হওয়ার ছিলো, এইজন্যই **আল্লাহ তাআলা** পূর্ব থেকে তাঁকে "ওমর" নাম দান করে দিয়েছিলেন। (মীরাতুল মানাযিহ, ৮/৩৬০)

ফারুকে আযম ﷺ এর জন্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হস্তী বাহিনীর ঘটনা সম্বলিত সময়ের ১৩ বৎসর পর মক্কাতুল মুকার্‌রমায় জন্মগ্রহন করেন, এভাবে তাঁর জন্ম তারিখ হচ্ছে ৫৮৩ ইংরেজীতে যা হিজরতের প্রায় ১৪ বছর পূর্বে। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বয়সে প্রায় সাড়ে দশ বছর এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে বয়সে প্রায় তের বছরের ছোট। (উসদুল গাব্বাহ, ৪/১৫৭, সংক্ষেপিত)

তাজেদারে মদীনা ﷺ এর মুবারক দোয়া

আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে এবং **খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দোয়ার বরকতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ৩৯ জন পুরুষের পর নবুওয়াত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বর্ষে ঈমান গ্রহন করে ধন্য হন। (রিয়াযুন নাদারা, ১/২৮৫, তাবকাতুল কোবরা, ৩/২০৪)

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে দোয়া করেন اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الۡاِسۡلَامَ بِعُمَرَ بِنۡ خَطَّابٍ خَاصَّةً অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** তুমি বিশেষ করে ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর দ্বারা ইসলামের সম্মান ও উন্নতি দান করো। (ইবনে মাযাহ, ১/৭৭, হাদীস নং-১০৫)

তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাদের অনেক বড় সাহায্যকারী পাওয়া যায়। এমনকি **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে পবিত্র হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত ইসলামী অভিযান, সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন উপকারী বন্ধু ও বিশ্বস্থ পরামর্শ দাতা ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ তাঁর পরে খলীফা হিসাবে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ কে খলিফা হিসেবে মনোনিত করেন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ প্রায় দশ (১০) বছর ছয় (৬) মাস খিলাফতের আসনে বসে **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধিত্বের যাবতীয় দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেন। (তারীখুল খুলাফা, ১০৮ পৃষ্ঠা। ফারুকে আযমের কারামত, ৭ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম ﷺ এর ওফাত

একদিন ফজরের নামাযে এক দুর্ভাগা আবু লুলু ফিরোজ নামক অমুসলিম তাঁর উপর ছুরি দ্বারা প্রচন্ড আঘাত করে এবং তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিনে শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্টিত হন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিলো। (রিয়াযুন নাদারা, ১/৪০৮,৪১৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযম ﷺ এর বিনয় ও নম্রতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার দয়ায় কারো খিলাফতের মর্যাদা বা শাষকের মর্যাদা পাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এই মর্যাদার হক সত্যিকার অর্থে তখনই আদায় হবে, যখন শাষক তার প্রজাদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করে, মানুষের অধিকার আদায়ে সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকে তাছাড়া **আল্লাহ তাআলা** এবং

www.dawateislami.net

তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে, নয়তো যে শাষক এই কাজগুলোর বিপরীত করে **আল্লাহ তাআলার** অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্থ হওয়ার ভয় থাকে। সাধারণত যখন কেউ কোন বড় পদ পায় তবে সে **আল্লাহ তাআলার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং এই পদের মূলদাবী পূরণ করার পরিবর্তে, বিভিন্ন বাতেনী রোগ যেমন; অহঙ্কার, আত্মগরিমা এবং পদলোভীতা ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় এবং অনেক সময় অবাধ্যতায় এতো বেড়ে যায় যে, মানুষের অধিকার বঞ্চিত করা, তাদেরকে অত্যাচারের নিশানা বনানো, নিজের পদ হতে নাজায়িয উপকার গ্রহন করে হত্যা ও লুন্টনের বাজার গরম করা, তার দৃষ্টিতে যেন কোন মন্দ কাজ; মন্দই নয় এবং এমন গুনাহে ভরা পরিবেশে বিনয় ও নম্রতা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি হওয়া খুবই কঠিন। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় **আল্লাহ তাআলার** নেক বান্দাগণের মধ্যে এমনও রয়েছে, যারা বড় বড় পদ পাওয়ার পরও বিনয় ও নম্রতা এবং সাধারণভাবে জীবন ধারণ করেন। আসুন! এরই ধারাবাহিকতায় হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বিনয় ও নম্রতায় ভরা চারটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি:

(১) হযরত সায়্যিদুনা সাইদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন শহর থেকে বাইরে কোথাও সফর ইত্যাদির জন্য (তাশরীফ নিয়ে) যেতেন তখন রাস্তায় আরামের জন্য মাটির ঢিল জমা করে তাতে কাপড় বিছাতেন এবং সেখানেই আরাম করতেন। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং-৮, ২১/১৫০)

(২) হযরত সায়্যিদুনা যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি ঈদের দিন মদীনার কিছু লোকের সাথে (ঈদের নামাযের জন্য) বের হলাম, তখন আমি রাস্তায় আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে দেখলাম যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (ঈদের নামাযের জন্য) খালি পায়েই তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন।

(মুসতাদরিক লিল হাকেম, হাদীস নং-৪৫৩৫, ২/৩২)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ অনেক সময় আগুনের নিকটে হাত নিয়ে যেতেন অতঃপর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতেন: হে খাত্তাবের ছেলে! তোমার কি এই আগুন সহ্য করার ক্ষমতা আছে? (মানাকিব ওমর বিন খাত্তাব, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মদীনা শরীফের শিশু অর্থাৎ নাবালিগ শিশুদের দ্বারা নিজের জন্য এভাবে দোয়া করাতেন যে, হে শিশুরা দোয়া করো! ওমর যেন ক্ষমা পেয়ে যায়। (ফাযায়িলে দোয়া, ১১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিনয় ও নম্রতার অবস্থা তো দেখুন, যে ঈদের দিনেও খালি পায়ে ঈদগাহের দিকে চলে যাচ্ছেন, কখনো সফরাবস্থায় মাটির ঢিলকে বালিশ বানিয়ে তাতেই আরাম করতেন এবং নিশ্চিত জান্নাতি হওয়ার পরও **আল্লাহ তাআলার** আযবকে ভয় করে শিশুদের দ্বারা নিজের ক্ষমার জন্য দোয়া করাতেন। নিঃসন্দেহে যারা **আল্লাহ তাআলার** জন্য বিনয়ী হয়, তবে **আল্লাহ তাআলা** তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। যেমনিভাবে **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য নম্রতা প্রদর্শন করে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে উন্নতি দান করেন এবং যে তার মুসলমান ভাইদের চেয়ে উন্নতি প্রার্থনা করে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে নিকৃষ্টতায় পর্যবসিত করেন। (মু'জামুল আউসাত, ৫/৩৯০, হাদীস নং-৭৭১১)

মোজা খুলে কাধেঁ নিয়ে নিলেন!

আল্লাহ তাআলা আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিনয় ও নম্রতার মতো গুনের কারণে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ তাআলার** পক্ষ থেকে অর্জিত এই সম্মান ও মর্যাদা ছাড়া মানুষের নিকট থেকে পাওয়া সম্মান ও খ্যাতির একেবারে প্রত্যাশি ছিলেন না, যেমনিভাবে একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শাম দেশে (বর্তমান সিরিয়া) তাশরীফ নিয়ে যান, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর সাথে ছিলেন, এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যেখানে হাঁটু পর্যন্ত পানি ছিলো, তিনি নিজের উটনীর উপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন, তিনি উটনী থেকে নামলেন এবং নিজের মোজা খুলে কাধেঁর উপর রেখে দিলেন, অতঃপর উটনীর লাগাম ধরে পানিতে নেমে গেলেন, তখন হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন (বললেন): হে আমীরুল মু'মিনীন! رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আপনি এখন যে কাজ করছেন তা আমার একেবারে পছন্দ হচ্ছে না, কেননা এখানকার লোকেরা আপনার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন।

হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: আফসোস! হে আবু উবাইদ! যদি এই কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বলতো তবে আমি তাকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য শিক্ষনীয় (বিষয়) বানিয়ে দিতাম, আমরা এক অসহায় জাতি ছিলাম, অতঃপর **আল্লাহ তাআলা** আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মান দান করলেন, যখনই আমরা **আল্লাহ তাআলার** দানকৃত সম্মান ছাড়া অন্যভাবে সম্মান অর্জন করতে চাইবো তখন **আল্লাহ তাআলা** আমাদের অপদস্থ করবেন। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/১৬১)

তু আতা হিলম কি ভিক কর দে মেরে আখলাক ভি ঠিক কর দে।
তুঝ কো ফারুক কা ওয়াস্তা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর বিনয় ও নম্রতা তো দেখুন! যুগের শ্রেষ্ঠ শাষক হয়েও এই বিষয়টি অপছন্দ করছেন যে, লোকেরা আমার পদমর্যাদার কারণে আমাকে সম্মান করুক, আমার তো ব্যস **আল্লাহ তাআলার** পক্ষ থেকে অর্জিত সম্মানই যথেষ্ট, আর আমাদের অবস্থা দেখুন; প্রতিটি বিষয়েই নিজের সম্মান ও খ্যাতি এবং বাহ্ বাহ্ চাই, অনেক সময় এই ইচ্ছাটিও জাগে যে, যদি ধনী ও মর্যাদাবানদের মাঝেও খ্যাতি অর্জন করতে পারতাম, তবে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি অনেক উপহারও অর্জিত হয়ে যাবে! **আল্লাহ তাআলা** পারা ৪ সূরা আলে ইমরান এর ১৮৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا تَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡرَحُوۡنَ بِمَاۤ اَتَوۡا وَّ یُحِبُّوۡنَ اَنۡ یُّحۡمَدُوۡا بِمَا لَمۡ یَفۡعَلُوۡا فَلَا تَحۡسَبَنَّهُمۡ بِمَفَازَۃٍ مِّنَ الۡعَذَابِ ۚ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۱۸۸﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক; এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর **“সীরাতুল জিনান”** ২য় খন্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: এই আয়াতে আত্মগরিমাকারীদের (অহংকারীদের) জন্য সর্তকবাণী রয়েছে এবং তাদের জন্য যারা পদলোভী অর্থাৎ সম্মান, প্রশংসা, খ্যাতি লাভের আশায় থাকে। যখন কোন মানুষের অন্তরে এই আকাংখা সৃষ্টি হয় যে, লোকেরা তার ভক্ত হোক, চারিদিকে তার প্রশংসায় মুখরিত হোক, সকলে আমার পরিপূর্ণতার কথা স্বীকার করুক, আমাকে সবখানে সম্মান করা হোক, আলিম নয় তবুও আল্লামা সাহেব বলে সম্বোধন করা হোক, দেশ বা জাতির কোন উপকার করেনি তবুও জাতির হিতাকাংখী বলা হোক, মুক্তিদাতা ভাবা হোক, জাতির সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষনা করা হোক, আমার প্রশংসা উত্তম উপাধী দ্বারা করা হোক, উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হোক, ঝুঁকে সালাম করা হোক; তবে তার উচিৎ যে, নিজের অন্তরের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া! আমি পদলোভীর শিকার তো নই, যদি এমন হই তবে এই আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে খুবই তাড়াতাড়ি তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখবেন! অহংকার এবং পদলোভীতার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আখিরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্তরে মুনাফেকী বৃদ্ধি, কলবের নুরানীয়্যত থেকে বঞ্চিত, ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাছাড়া অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং নেকীর দাওয়াত দেওয়া থেকে বঞ্চিত, অপমান ও অপদস্থতার মুখোমুখী, আখিরাতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত, অন্তরের প্রশান্তি ধ্বংস এবং ইখলাসের দৌলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো ক্ষতির মুখোমুখী হতে হয়, সুতরাং তার উচিৎ যে, দুনিয়ার নশ্বরতা, প্রশংসা প্রিয়তার নিন্দা, পদ এবং মর্যাদার বিষয়ে আখিরাতের অবস্থা এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের অবস্থা ও বাণীসমূহ অধিকহারে অধ্যয়ন করা, যেন এই ঘৃনিত রোগ হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় বের হয়।

আসুন! আত্মগরিমা এবং পদলোভ হতে বাঁচার জন্য **প্রিয় মুস্তফার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) “যে খ্যাতির আখাঙ্ক্ষা করবে (কিয়ামতের দিন) তার দোষ-ত্রুটি সমূহ প্রকাশ করা হবে এবং যে ব্যক্তি লোকদের দেখানোর জন্য আমল করবে **আল্লাহ তাআলা** তাকে তার প্রতিদান দিবেন।” (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৪৭, হাদীস নং-৬৪৯৯)

(২) “দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে, তা এতটুকু ক্ষতি করবে না, যতটুকু সম্পদ ও মর্যাদার লোভী নিজের দ্বীনের জন্য ক্ষীতকর।”

(তিরমিযী, ৪/১৬৬, হাদীস নং-২৩৮৩)

(৩) “যদি অহংকার মানুষের আকৃতিতে হতো তবে তা সবচেয়ে কুৎসিত মানুষ হতো।” (আল ফেরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২/১৯৩, হাদীস নং-৫০২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম। তিনি মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পর সবচেয়ে উত্তম হওয়ার সনদ রিসালতের দরবার থেকে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কখনো গর্ববোধ করেননি এবং না কখনো কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট জেনেছেন, বরং তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ অপর মুসলমানকে নিজের চেয়েও উত্তম মনে করতেন। যেমনিভাবে;

হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একবার আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার পাশ দিয়ে গমন করলেন, তখন আমি খুবই সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করছিলাম, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তা শুনে বললেন: “يَا اَبَا رَافِعْ! لَاَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ عُمَرَ تُؤَدِّىْ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْكَ অর্থাৎ হে আবু রাফে! নিঃসন্দেহে তুমি ওমরের চাইতে উত্তম, কেননা তুমি **আল্লাহ তাআলার** হক এবং আপন মুনিবের হক সমূহ উত্তম রূপে আদায় করছো।”

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬/৩৮৬, হাদীস নং-৮৬১৩)

বিনয়ের সংজ্ঞা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু’মিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বিনয় ও নম্রতার প্রতি উৎসর্গ হয়ে যান যে, মাহবুবের উম্মতের মধ্যে সিদ্দিকে আকবরের পর সবচেয়ে উত্তম, নিশ্চিত জান্নাতি এবং যুগের শাষক হওয়ার পরও অপরকে নিজের চাইতে উত্তম মনে করতেন। বিনয়ের সংজ্ঞাও এই যে, নিজেকে গুনাবলীতে অপরের চাইতে কম এবং দোষ-ত্রুটিতে উচ্চ মনে করা।

(ফয়যুল কাদির, ১/৫৫৯, সংক্ষেপিত)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: “বিনয় হচ্ছে; যখন তুমি নিজের ঘর থেকে বের হও, তখন যে মুসলমানের সাথেই মিলিত হবে তাকে তোমার চেয়ে উত্তম মনে করো।” (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/১৬৩)

মে সবছে বুরা হোঁ নিগাহে করম হো, মগর আ'প কা হোঁ নিগাহে করম হো।

সৌভাগ্যের এক নিদর্শন

হযরত আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: “মানুষের সৌভাগ্যের একটি নিদর্শন এটাও যে, সে নিজের নফস থেকে বিনয় এবং নিজের সকল কাজ ও কথায় অলসতার স্বীকারোক্তি আদায় করবে।” (বাহরুদ দুমু, ২০০ পৃষ্ঠা) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের নফস থেকে বিনয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করতেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একদিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বাহিরে কোথা বের হলে আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম, কি দেখলাম! তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। আমার এবং তাঁর মধ্যখানে একটি দেওয়াল ছিলো, আমি শুনলাম যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ নিজেকে উদ্দেশ্য করে বিনয় স্বরূপ বললেন: “হে মুসলমানদের আমীর! **আল্লাহ তাআলা**কে ভয় করতে থাকো, নয়তো **আল্লাহ তাআলা**র শপথ! তিনি তোমাকে অবশ্যই আযাবে লিপ্ত করবেন।”

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪৬৯, হাদীস নং-১৯১৮)

নফসকে অপদস্থ করার অঙ্গীকার:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন হাফস رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের পিঠে পানির মশক উঠিয়ে নিলেন। তাঁকে আরয (আবেদন) করা হলো যে, হুযুর আপনি উঠাবেন না, তিনি বললেন: “আমার নফস আমাকে আত্মগরিমায় (অর্থাৎ নিজেকে নিজে বড় মনে করা) লিপ্ত করে দিয়েছে, তাই আমি তাকে অপদস্থ করার অঙ্গীকার করেছি।” (তারিখে ইসলাম, ৩/২৭০)

www.dawateislami.net

“ফয়যানে ফারুকে আযম ﷜” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বাতেনী রোগ এবং অন্যান্য মন্দ স্বভাব থেকে স্বয়ং পবিত্র ছিলেন কিন্তু আমাদের অহঙ্কার ও আত্মগরিমার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে, যেন নিজের আমল দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, নফসকে এই আপদ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের কাজ নিজেকেই করা উচিৎ। তাঁর এই বিনয় ও নম্রতার কারণে **আল্লাহ তাআলা** তাঁকে সেই সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, আজও পর্যন্ত পুরো সৃষ্টিজগত তাঁর আলোচনার সাড়া পড়ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান তাঁর পবিত্র গুনাবলী বর্ণনা করার পাশাপাশি আমলও করতে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র জীবনি সম্পর্কিত দুই খন্ডে বিভক্ত কিতাব “**ফয়যানে ফারুকে আযম**” প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানভান্ডারকে সহজ পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবে ন্যায়-পরায়নতা এবং সাধারণ মানুষের হক সমূহ আদায় করার উপায়ও বিদ্যমান, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন, নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যদেরকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

দা’ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ুম, ইক ইক ঘর মে মাচ জায়ে ধুম,
ইস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা, ইয়া আল্লাহ! মেরী ঝুলি ভর দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিনয় সমৃদ্ধ পবিত্র গুনাবলী সম্পর্কে শুনলাম এবং প্রসঙ্গক্রমে অহঙ্কারের মতো বাতেনী রোগের ব্যাপারেও আলোচনা হলো। মনে রাখবেন! অহঙ্কার এমনি এক মারাত্মক বাতেনী রোগ, যদি খুব তাড়াতাড়ি এর চিকিৎসা করা না হয় তবে এ থেকে আরো বড় বড় অনেক রোগ জন্ম নিবে। সুতরাং যেভাবে আমরা শারীরিক রোগের কথা শুনে শুধুই ঘাবড়াইনা বরং এর চিকিৎসাও শুরু করি, তেমনিভাবে এব্যাপারেও বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে অহঙ্কার সম্পর্কে জানার পর তাড়াতাড়ি এর চিকিৎসা শুরু করে দেয়া উচিৎ, কেননা যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, সে মুসলমানের মন ভাঙ্গা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, হিংসা ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আসুন! অহঙ্কারের আপদকে পীছু ছাড়ানো এবং বিনয়ী হওয়ার কয়েকটি উপায় শ্রবণ করিঃ

(১) মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয়ী ও নম্র এবং অন্যান্য নেক স্বভাবের অধিকারী হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! এই মাদানী পরিবেশ লাখো মুসলমানের বিশেষ করে নওজোয়ানের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছে, অনেক বিগড়ে যাওয়া যুবক তাওবা করে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে, মা-বাবার সাথে অশোভন আচরনকারী শ্রদ্ধাশীল হয়ে গেছে, কুফরের অন্ধকারে বিভ্রান্তদের ইসলামের আলো নসীব হয়েছে, ইউরোপীয় দেশের রঙ তামাশা দেখার ইচ্ছাপোষণকারীরা কাবায়ে মুশার্রফা ও গুম্বদে খাযারা (সবুজ গম্বুজ) এর যিয়ারতের জন্য ছটফট করছে, দুনিয়ার অহেতুক ভাবনায় ডুবে থাকা ব্যক্তি আখিরাতের মাদানী চিন্তার বাহক হয়ে গেছে, অশ্লীল বই ও প্রেম কাহিনীর উপন্যাসের শৌখিনগণ মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা পাঠ করছে, বিনোদনের জন্য গুনাহে ভরা সফরে অভ্যস্থরা মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে **আল্লাহ তাআলা** পথে সফরকারী হয়ে গেছে এবং বেনামাযীরা শুধু নামাযী নয় বরং মসজিদের ইমাম হয়ে গেছে এবং অসংখ্য ইসলামী ভাই ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো --

(অর্থাৎ সদায়ে মদীনা) দানকারী হয়ে গেছে। সদায়ে মদীনা দেয়া যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি কাজ এবং তা সুন্নাতে ফারুকে আযমও।

বর্ণিত আছে; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর এই অভ্যাস ছিলো যে, যখন তিনি ফযরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন তখন রাস্তায় যেতে যেতে মানুষদের ঘুম থেকে জাগাতে জাগাতে আসতেন, তাছাড়া ফযরের আযানের সাথে সাথেই যদি মসজিদে কেউ শুয়ে থাকতো তবে তাকেও জাগিয়ে দিতেন। (তাবকাতে কোবরা, যিকরে ইসতিখলাফে ওমর, ৩/২৬৩)

اَلْحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত অসংখ্য ইসলামী ভাই প্রতিদিন ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগান এবং নেকী অর্জন করে থাকেন। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

হুযুর পুরনূর ﷺ এর দরবার থেকে ডাক এসেছে

পাঞ্জাব (পাকিস্তানের) কসুর জেলার এক স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: اَلْحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত তো ছিলাম, কিন্তু মাদানী কাজে অলস ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ১৪৩১ হিজরীর মুহার্‌রামুল হারামে (জানুয়ারী ২০১০ ইংরেজী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিভিশন মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো, যখন তিনি আমার মাদানী কাজে প্রবল আগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন ইনফিরাদী কৌশিশ করে শুধু মাদানী কাজ করার মানষিকতা তৈরী করলেন তা নয় বরং সদায়ে মদীনা নিয়মিত ভাবে দেয়ারও উৎসাহ দিলেন, তাছাড়া এপ্রসঙ্গে তিনি আমায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর বাণী "সদায়ে মদীনা দেখায়ে মদীনা" ও শুনালেন। اَلْحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো এবং হাজিরী মদীনার আশা নিয়ে পরদিন থেকেই আমি এর উপর আমল করা শুরু করে দিলাম। সদায়ে মদীনা শুরু করতেই আমার উপর **আল্লাহ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো। আমার ভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, এই বছরই আমার **বারগাহে মুস্তফায়** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজিরীর সৌভাগ্য নসীব হলো।

www.dawateislami.net

দয়ার উপর দয়া যে, সদায়ে মদীনার বরকতে আমার বড় ভাইয়েরও হজ্জের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো, হজ্জের সফরেই শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট বাইয়াত গ্রহনের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়ে গেলো। সম্ভবত এটা মদীনা শরীফের হাজিরী এবং একজন কামিল ওলীর নিকট বাইয়াত হওয়ার বরকত ছিলো যে, আমার যে ভাই পূর্বে নামাযে অলসতার স্বীকার ছিলো, কিন্তু এখন সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর প্রতি আসক্ত হতে লাগলেন। জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি আগ্রহী হয়ে গেলো। দাঁড়ি শরীফেরও নিয়্যত করে নিলো। হজ্জ থেকে ফিরার প্রায় দু'মাস পর এক আত্মীয়ের বিয়েতে উপস্থিতি ছিলো, বরযাত্রী আসার সময় হয়েছে, যখনই নামাযের সময় হলো সকলকে উচ্চ আওয়াজে নামাযের দাওয়াত দিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেলেন। যখন ওজু করার জন্য ওজুখানায় গেলেন, তখন হঠাৎ হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে সেখানেই পড়ে গেলেন। মুসল্লিরা গিয়ে উঠালেন এবং নিয়ে গিয়ে মসজিদে শুইয়ে দিলেন। মসজিদে শুয়াতেই তার রুহ দেহ পিঞ্জির হতে উড়ে গেলো। সেখানে উপস্থিত সকলে ভাইজানের এরূপ ঈমান তাজাকারী মৃত্যু দেখে আফসোস করার পাশাপাশি ঈর্ষান্বিত হলেন।

লাগা ফযর মে ভাই ঘর ঘর মে জা'কর যরা দিল লাগা কর "সদায়ে মদীনা"

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) আগে সালাম দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা অহঙ্কারের আপদকে পিছু ছাড়ানোর জন্য এবং বিনয়ী হওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম, বিনয়ী ও নম্র হওয়ার একটি উপায় হলো; ধনী হোক বা গরীব, ছোট হোক বা বড়, প্রত্যেক মুসলমানকে আগে সালাম দেয়া। আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো বাচ্চাদেরও আগে সালাম প্রদান করতেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কিছু ছেলের পাশ দিয়ে গমন করার সময় সালাম করলো, অতঃপর বললো: "**রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এরূপ করতেন।" (সহীহ বুখারী, ৪/১৭০, হাদীস নং-৬২৪৭)

www.dawateislami.net

তেরি সা'দগী পে লাখো, তেরি আ'জযী পে লাখো,
হো সালামে আজেযানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সালামকে প্রসার করার জন্য আমাদেরকে একটি মাদানী উপহারও প্রদান করেছেন, যেমন মাদানী ইনআম নং ৬ এ বলেন: **"আপনি কি আজ ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আসা যাওয়ার সময় এবং গলি দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসে থাকা মুসলমানদের সালাম করেছেন?"** সুতরাং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে মুসলমানদের সালাম প্রদানের অভ্যাস গড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমের উপর আমলের সাথে সাথে অনেক বরকতও নসীব হবে।

(৩) নিজের কাজ নিজে করুন!

নিজের মধ্যে বিনয়ভাব সৃষ্টি করার একটি উপায় এও যে, নিজের মাল-পত্র নিজেই উঠিয়ে নিন এবং কোন সমস্যা না থাকলে ঘরের কাজ নিজে করার অভ্যাস করুন। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "যে নিজের মাল নিজেই উঠায়, সে অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকে।" (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনে আখলাক, হাদীস নং-৮২০১, ৬/২৯২)

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজেও ঘরের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। (বুখারী, ১/২৪১) এই সুন্নাতের উপর আমল করে সদরুশ শরিয়ত, বদরুত তরিকত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ঘরের কাজকর্ম করাকে লজ্জা মনে করতেন না, ঘরে তারকারী ছিলতেন, কাটতেন এবং অন্যান্য কাজও করে দিতেন। (মাহানামা আশরাফিয়া, সদরুশ শরীয়া নম্বর, পৃষ্ঠা ৫৪, সংক্ষেপিত) **আল্লাহ তাআলা** আমাদেরকেও ঘরের কাজকর্ম নিজেকেই করার তৌফিক দান করুক।

www.dawateislami.net

(৪) সেই কাজগুলো করে যান!

এমন কাজ করুন, যা অহঙ্কারকে মিটিয়ে দেয়, গরীব ও নেক মুসলমানের সংস্পর্শে বসুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতেও অহঙ্কার দূর হবে এবং বিনয়ভাব আসবে।

ছাগলের চামড়ার উপর বসার বরকত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরিয়ত"** প্রথম খন্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০৩ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: "ছাগল এবং ভেড়ার (শুকনো অর্থাৎ বিশেষ প্রক্রিয়ায় পক্রিয়াজাত কৃত) চামড়ায় বসার কারণে স্বভাবে কোমলতা এবং বিনয়ভাব সৃষ্টি হয়।" (বাহারে শরিয়ত, ১/৪০৩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের বসার জায়গায় সাধারনত ছাগলের (শুকনো) চামড়া বিছানোর ব্যবস্থা করেন বরং বয়ান করার সময়ও অধিকাংশ সময় তাঁর বসার চাটাইয়ের উপর ছাগলের চামড়া বিছানো থাকে। আপনারাও চেষ্টা করুন, নিজের বসার জায়গায় ছাগলের বা ভেড়ার (শুকনো) চামড়া বিছিয়ে নিন এবং এবং এর বরকত নিজের চোখে দেখতে পারবেন।

(৫) সদকা দিন:

দান ও সদকা করাও এমন আমল, যা বিনয়ভাব সৃষ্টি করে এবং অহঙ্কারকে ধ্বংস করে দেয়। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "মুসলমানের সদকা বয়স বৃদ্ধির কারণ এবং মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচায় আর **আল্লাহ তাআলা** এর কারণে অহঙ্কার ও গর্ব দূর করে দেয়। (মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাব ফদলুস সদকা, ৩/২৮৪, হাদীস নং-৪৬০৯) সুতরাং আপনার সদকা, যাকাত, দান ও অনুদান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দিয়ে মাদানী কাজে সহায়তা করুন।

(৬) সত্যকে মেনে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয়ভাব সৃষ্টিকারী কাজ গুলোর মধ্যে একটি এও যে, যদি কেউ আমাদের কোন ভূল দেখিয়ে দেয়, তবে অনতিবিলম্বে নিজের ভূল মেনে নেয়া উচিৎ, যদিওবা সে বয়সে, অভিজ্ঞতায় এবং সম্মানে আমাদের চেয়ে কম হোক না কেন।

তাছাড়া যখন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় বা আপনার কাছে প্রকাশ হয়ে যায় যে, সে সত্যের উপর রয়েছে তবে একগুঁয়েমী করার পরিবর্তে অবনত মস্তকে মেনে নিন এবং সত্য কথা বলার জন্য তার প্রশংসা করে এভাবে বলুন যে, "আপনি ঠিকই বলেছেন, **আল্লাহ তাআলা** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।" এরূপ পরিস্থিতিতে নিজের ভুল মেনে নেয়া যদিওবা নফসের জন্য কঠিন হয়, কিন্তু সর্বদা এরূপ করাতে অভ্যাস হয়ে যাবে এবং অহঙ্কারের আপদ থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

ভুল স্বীকার করা!

জলীলুল কদর মুহাদ্দীস ইমাম দারে কুতনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন অল্পবয়সী শিক্ষার্থী ছিলেন তখন একদিন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আনবারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেন। হাদীস লিখাতে ইমাম আনবারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একজন বর্ণনাকারীর নামে ভূল করেছেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম দারে কুতনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আদবের কারণে ইমাম আনবরীকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তো বলতে পারেননি কিন্তু যিনি তাঁর আওয়াজ ছাত্রদের নিকট পৌঁছাতো, তাকেই ভূল সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন। যখন দ্বিতীয় জুমায় ইমাম দারে কুতনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আবারো দরসের মজলিশে গেলেন, তখন ইমাম আনবারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সত্যনিষ্টতার আগ্রহ এবং নিরহঙ্কারের অবস্থা দেখুন যে, তিনি ভরা মজলিশের সামনে এভাবে ঘোষনা করলেন যে, সেই দিন অমুকের নামে আমার ভূল হয়ে গিয়েছিলো, তখন এই যুবক শিক্ষার্থী আমাকে সংশোধন করে দিয়েছে। (তারিখে বাগদাদ, ৩/৪০০)

(৭) উচ্চ পদমর্যাদার আকাংখী না হওয়া!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয়ী হওয়ার জন্য এই বিষয়টির দিকেও খেয়াল রাখবেন যে, যখন আমরা আমাদের সহকর্মীদের সাথে থাকি বা কোন অনুষ্ঠানে থাকি, তবে কখনো এই আশাকে অন্তরে স্থান দেবেন না যে, আমাকে উল্লেখযোগ্য পদ দেয়া হোক, উচ্চ স্থানে বসানো হোক, আমাকে স্বাগতম জানানো হোক। তবে হ্যাঁ! যদি কেউ নিজ ইচ্ছায় আমাকে উচ্চ স্থানে বসায়, তবে তা গ্রহন করাতে সমস্যা নেই।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কোথাও তাশরীফ নিয়ে গেলে দাওয়াতদাতা তাঁর জন্য আসন নিয়ে আসেন, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাতে আসন গ্রহন করেন এবং বলেন: কোন গাধাই সম্মানের বিষয় গ্রহন করবেনা। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭২০)

(৮) গরীবের দাওয়াতও গ্রহণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধু ধনীদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং তাদের ওখানেই দাওয়াত গ্রহন করার পরিবর্তে গরীবদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং তারা যখন আপনাকে দাওয়াত দিবে তখন তা গ্রহন করুন। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা দুনিয়াবী ধনীদের নিকট থেকে দূরে থাকতেন এবং গরীবদের প্রতি বিশেষ উদারতা প্রদর্শন করে তাদের দাওয়াত গ্রহন করতেন।

গরীবদের প্রতি বিশেষ উদারতা

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রায় ধনীদের দাওয়াত গ্রহন করতেন না, কিন্তু এর উল্টো যদি কোন গরীব মুসলমান দাওয়াত পেশ করে তবে যতটুকু সম্ভব হয় তিনি তা গ্রহন করতেন এবং তাদের সমান্য ও সাধারণ খাবারেরও প্রশংসা করতেন যেন তাদের মনে কোনরূপ অনুশোচনা না আসে। একবার একজন গরীব মানুষের দাওয়াতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার ঘরে (তাশরীফ নিয়ে) যান। সেখানে গিয়ে জানলেন যে, তার ঘর খড়ের চাউনি এবং দূর্গন্ধময় এলাকায় অবস্থিত, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার মনখুশি করার জন্য সেখানে খাবার খেলেন আর তিনি নিজের কোন আচরণ দ্বারা সেই গরীব মানুষটিকে বুঝতে দেননি যে, তিনি দূর্গন্ধ অনুভব করছেন, অথচ সাধারণত তিনি সামান্য দূর্গন্ধও সহ্য করতে পারতেন না।

(হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম, পৃষ্ঠা ১৮৪)

(৯) সাদাসিধে পোশাক পরিধান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাদাসিধে পোষাক পরিধান করাতে স্বভাবে বিনয় সৃষ্টি হয়, আর উন্নত পোষাক পরিধানে অহঙ্কার ও লৌকিকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরিয়ত"** ১৬তম অধ্যায় এর ৫২ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরিয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: এতটুকু পোষাক পরিধান করা ফরয, যা দ্বারা সতর ঢেকে যায় এবং গরম ও ঠান্ডার কষ্ট থেকে বেঁচে যায় এবং এর চেয়ে বেশী যা দ্বারা সৌন্দর্য্য উদ্দেশ্য আর এটাও যে **আল্লাহ তাআলা** দিয়েছেন তাই **তাঁর** নেয়ামতের প্রকাশ হবে, তবে এটা মুস্তাহাব। বিশেষ সময়ে যেমন; জুমা বা ঈদের দিন উন্নত কাপড় পরিধান জায়িয। এমন কাপড় প্রতিদিন পরিধান করবেন না কেননা গর্ববোধ জাগতে পারে এবং যেই গরীবদের কাছে এমন কাপড় নেই তাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে, সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। এবং অহঙ্কার স্বরূপ যে পোষাক হবে, তা নিষিদ্ধ। অহঙ্কার আছে কি নাই তা বুঝার জন্য এভাবে করুন যে, এই কাপড়গুলো পরিধানের পূর্বে আপনার মনে যে অবস্থা বিরাজ করছিলো যদি পরিধানের পরও সেই একই অবস্থা বিরাজ করে তবে এই কাপড় দ্বারা অহঙ্কার সৃষ্টি হচ্ছে না। যদি সেই একই অবস্থা এখন নাই পরিবর্তন হয়ে গেছে তবে অহংকার এসে গেছে। সুতরাং এমন কাপড় পরিধান করা থেকে বেঁচে থাকুন, কেননা অহঙ্কার খুবই মন্দ স্বভাব।

(রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) বিনয়ের ফযীলত সমূহ অধ্যয়ন করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয়ী হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার এই কিতাবগুলো অর্থাৎ **"তাকাব্বুর** (অহঙ্কার)" ৭০-৯৬ পৃষ্ঠা, **"ইহইয়াউল উলুম"** ৩য় খন্ড ৯৯৯-১০১০ পৃষ্ঠা, **"সীরাতে রাসূলে আরবী"** ৩৪০-৩৪৬ পৃষ্ঠা, **"ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা"** ৫৬০-৫৭০ পৃষ্ঠা, **"সীরাতে মুস্তফা"** ৬০৬-৬০৯ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

www.dawateislami.net

বয়ানের সারর্মম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাদাসিধে জীবন যাপন এবং বিনয়ের বিভিন্ন ঘটনা শ্রবণ করলাম। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও গর্ব ও অহঙ্কার থেকে বেঁচে বিনয় ও নম্রতাকে নিজের আচার-আচরন ও অভ্যাসের অংশ বানিয়ে নেয়া, তাছাড়া বয়ানে উল্লেখিত সকল পদ্ধতির উপর আমল করার চেষ্টা করা যাতে এর উপর আমল করার কারণে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং অহঙ্কারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **নবী রকীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

তেরি সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরী রূহ জব নিকাল কর,
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে নখ কাটার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ❀ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বেশী বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮) সদরুশ শরিয়ত, বদরুত তরিকত মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত।

অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮, বাহারে শরিয়ত, ১৬/২২৫, ২২৬) ❀ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯/৬৮০, ইহইয়াউল উলূম, ১/১৯৩) ❀ পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) ❀ অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫/৩৮৫) ❀ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) ❀ কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) ❀ কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানাতে ফেলা মাকরূহ, কেননা এতে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) ❀ বুধবার নখ কাটা উচিত নয়, এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্য যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৩৯ তম দিন হয়ে গেল যদি আজ কাটা না হয় তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে; যেন আজই কেটে নেয় কারণ চল্লিশ দিনের বেশী নখ রাখা নাজায়েজ ও মাকরূহে তাহরীমী। (বিস্তারিত জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ সংশোধিত, ২২তম খন্ড, ৫৭৪ থেকে ৬৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন) ❀ লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে। (ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, ২/৬৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**১০১ মাদানী ফুল**” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**১৬৩ মাদানী ফুল**” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার
সুন্নাতোঁ কি তারবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْحَبِیْبِ
الْعَالِی الْقَدْرِ الْعَظِیْمِ الْجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো, **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর ৭০জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অনুবাদ: সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net